কিশোরদের মন

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

১৯৩৩

06/24/18 তারিখে উইকিসংকলন থেকে রপ্তানিকৃত

কিশোরদের

মন

কিশোর

উপন্যাস

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

প্রবাসী কার্য্যালয়

কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী কার্য্যালয়

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা

১৩৪০

আট আনা

প্রবাসী প্রেস

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কিশোর বাংলার

জ্যোৎস্না রাজ্যের

যাত্রাপথে

ভূমিকা

কিশোরদের উপন্যাসের অক্ষর লিখ্‌তে, কালিটে নিতে হয় সব্‌জে’।

সেই ছোট ছোট উজ্জ্বল মানুষদের মন, যেন নূতন পাখা ওঠা পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার; তরোয়াল ঝক্‌মকিয়ে সবটা রাস্তা চম্‌কিয়ে তারা চলেছে!

শিশুদের মনকে প্রথমেই ভুলিয়ে দেওয়া যায়, লাল একটুকু অমল হাসি দিয়ে। ঘটনার দোলায় দুলিয়ে, কি, কল্পনার উধাও মেঘে ছোটদের একেবারে উড়িয়ে নেওয়া যায়!

কিন্তু বীর কিশোরেরা এক নিমিষে তরোয়াল দিয়ে কচ্‌ কচ্‌ করে এসব কেটে ফেলে দিতে পারে, তা-ই যদি তাদের ইচ্ছে হয়।

দিয়েই,

হয় ত ভ্রূ কুঁচিয়ে আধ হাসি সঙ্গে রেখে, তারা জিজ্ঞেস করবে,

“কি

এ?”

তখন সত্যিকারের রাজ্যের বাঁশী না বাজ্‌লে, তারা তাদের সদ্য ধারাল আলোর স্বর্ণপতাকা উড়িয়ে দিয়ে, সেইখেনে তাদের যুদ্ধের বিউগল্‌ বাজিয়ে দেয়!

সজাগ কিশোরেরা এই রকমে তাদের চোক আর মন এই দুটো অমূল্য হীরের আলোতে, জগতের কিছুকেই হারিয়ে দিতে পেরেছে।

যা কিছু স্বপ্ন পৃথিবীতে আছে, আর যা কিছু স্বপ্ন রয়েছে কিশোরদের মনের ভিতর, সব তাদের কাছে হেরে গিয়ে, প্রতিদিন হয়ে উঠ্‌ছে, সত্য। এবং সেই সত্যকে সবখানেই হতে হয়েছে রঙিন্‌। তারই উপর দিয়ে জীবনের অমর পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে তারা!—সেই প্রফুল্ল, সুন্দর, অতুল, জীবন্ত কিশোরেরা!

তাদের জীবনের ইতিহাস আর উপন্যাস, এ দুই-ই মাখা তারি মধ্যে। তাজা সবুজে’ রঙে।

কোন্‌টি তারা ভালোবাসে?

তাদের হার আর জিৎ, ওরি ভিতরে দুটিই। তা তারা কখনও বেছে নিতে পারে না! নিতে না পারাটাই যেন তাদের অসীম আনন্দ! বেছে নিতে না পেরে, গাছের পাতা যেমন গাঢ় আর হালকা দু’রঙেরই উপর দিয়ে, ফুল হয়ে ওঠে ফুটে, এরাও তেম্‌নি ফুটে ওঠে মানুষের ভুবনের আলোর ফুল হয়ে, সোণালি রঙে!

সেই কথার একটি ফোঁটা

এ বইয়ে।

বল্‌বার জন্যে, যে—

খোলা পথে, নদীর ধারে, মাঠের বুকে, পাহাড় ডিঙিয়ে কিশোরদের

ঘোড়া ছুটে চলেছে; হীরের আলো জ্বলে উঠ্‌ছে আঁধারের গায়ে গায়ে। বিমল আর সুবিনয় ফিরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে—তাদের সাথীদের কার কার ঘোড়া ছুটে আস্‌ছে!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

সাহিত্যাশ্রম
লেক রোড

আজের তুলির কাণে,
তেপান্তরের সংবাদটি
এনে দিয়েছিল, পরম
স্নেহাস্পদ শ্রীমান্
সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা রেডিও অধ্যক্ষ
মহাশয়ের অনুরোধে, এই
উপন্যাসখানি, শারদোৎসবে,
রেডিওতে বলা হয়েছিল।

অশেষ স্নেহভাজন শ্রীমান্
সমর দে এ বইয়ের ছবি
লিখবার ভার নিয়েছিল।

পরিচ্ছেদসমূহ (মূল গ্রন্থে নেই)

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
সপ্তম পরিচ্ছেদ
অষ্টম পরিচ্ছেদ
নবম পরিচ্ছেদ
দশম পরিচ্ছেদ
একাদশ পরিচ্ছেদ

এই লেখাটি বর্তমানে **পাবলিক ডোমেইনের** আওতাভুক্ত কারণ এটির উৎসস্থল ভারত এবং ভারতীয় কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসারে এর কপিরাইট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। লেখকের মৃত্যুর ৬০ বছর পর (স্বনামে ও জীবদ্দশায় প্রকাশিত) বা প্রথম প্রকাশের ৬০ বছর পর (বেনামে বা ছদ্মনামে এবং মরণোত্তর প্রকাশিত) পঞ্জিকাবর্ষের সূচনা থেকে তাঁর

সকল রচনার কপিরাইটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ ২০১৮ সালে, ১ জানুয়ারি ১৯৫৮ সালের পূর্বে প্রকাশিত (বা পূর্বে মৃত লেখকের) সকল রচনা পাবলিক ডোমেইনের আওতাভুক্ত হবে।

কিশোরদের মন

—মা দেখ্‌লেন, সুবিনয়।

কিশোরদের
মন

(এই স্থানধারক প্রতিস্থাপন করতে একটি চিত্র আপলোড করুন।)

কিশোরদের মন

হাই ইস্কুল

ক্লাসের যেখানটাতে বস্‌ত সুবিনয়, বিমল বস্‌ত ঠিক তারি পেছনের বেঞ্চে।

থার্ড ক্লাস্‌। এই ক্লাসে পড়াশুনার তেমন চাড়্‌ নেই। ছেলেরা, এই ক্লাসে একটু জিরিয়ে নেয়।

ফার্ষ্ট ছেলে ছিল না বটে সুবিনয়, কিন্তু, মাষ্টার মহাশয়ের ডান দিকের ফার্ষ্ট সীটেই সে বস্‌ত।

জজের ছেলে সে। পড়াশুনায় ইংরেজিটা সে খুব ভালো জান্‌ত।

একদিন, ইংলিশের ঘণ্টা; ইংরেজি পড়া হ'তে হ'তে, একটা প্রশ্নের উত্তর সুবিনয় ঠিকমত দিতে পার্‌লে না। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তার পেছনের ছেলেটিকেই প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লেন।

বিমল উঠে উত্তরটা দিলে।

উত্তরটা এত সুন্দর হ'ল যে, ক্লাসশুদ্ধ সব ছেলে বিমলের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সুবিনয়ের মুখচোক ঘেমে উঠ্‌ল। কিন্তু, ঘণ্টা শেষ হ'য়ে গেলে, সেই দিনই সে বিমলের সঙ্গে ভাব কর্‌লে।

টিফিনের সময়টা যে আজ কেটে গেল কোথা দিয়ে, কেউ যেন তা টের পেল না!

পরদিন সুবিনয়, বিমল, ঠিক পাশাপাশি বসত।

ক্লাসের সেরা ছেলেরা আর মাঝারি ছেলেরা, সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌লে, আর আর আওয়ারে যদিও ওরা fox কি cow (—যার মানে coward), কি আর কিছু, কিন্তু ইংরেজির ঘণ্টায় ওরা দুজনেই lion.

Fox ভাব্‌বার একটা কারণ ছিল। সেটা এই যে, বিমল ছিল ক্লাসের মধ্যে নামজাদা চঞ্চল ছেলে। যদিও অল্পদিন সে এসে ভর্ত্তি হয়েছে।

আর তেম্‌নি, সুবিনয় ছিল ক্লাসে বিখ্যাত দাতা ছেলে। ছুরিটে, পেন্‌সিল্‌টে, বইটে, খেলার কি পিক্‌নিকের চাঁদা, এ তার কাছে একবার চাইলেই হ’ত।

এই জন্যে ছেলেরা তার ‘কামধেনু’ বা ক্লাসের cow নাম দিয়েছিল।

আর বোর্ডে যেতে সে ভয় পেত বলে’ তার coward নামটা যে তারা দিয়েছিল, তা যে একেবারেই খাট্‌ত না, তাও নয়।

বিমলের ছিল এক অদ্ভুত বেশ। সে একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায় দিয়েই প্রায় আস্‌ত। পাঞ্জাবিটার পিঠের মাঝখানে, India-র ম্যাপের মত খানিকটে জায়গা কি করে’ উড়ে গিয়েছিল। এই জন্যে হরেন্‌ তাকে ডাক্‌ত—‘দেশী জিওগ্রাফি’।

পাঞ্জাবিটে ছেঁড়া হলেও, খুব পরিষ্কার থাক্‌ত। বোধ হয় যে, রোজ সে সাবানে কাচ্‌তো।

কেন যে সেটাকে সে ছাড়্‌ত না কি সারাত না, তা কেউ বুঝ্‌তে পার্‌ত না। জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে বল্‌ত—“বেশি ভাল জামা গায় দিতে গেলে বিলাসিতা হবে। আর, জামাটা ত এই শরীরের ঘর, ওতে একটা জান্‌লা থাকা ভালো।”

আসলে, ঐ পাঞ্জাবিটে ওর মা’র হাতের তয়েরি। ওটা গায় না দিলে ওর ভালো লাগে না। আর ছেঁড়া জায়গাটা যদি সারাতেই হয়, ত বাড়ী গিয়ে

সে মা'র হাতেই সারাবে! দরজীর হাত ওতে দিতে দেবে,—সে, বিমল নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুবিনয়ে বিমলে বেশ্ ভাব এখন। একখানা বই আন্তে একদিন বিমল সুবিনয়ের বাসাতে গিয়েছে।

বসে আছে বৈঠকখানাতে।

এমন সময়, মুখখানা ভরা বড় বড় চোক আর জোড়া ভুরু, কুমোরদের-গড়া ছোট্ট প্রতিমার মুখের মত মুখ, একটি মেয়ে, ছবির বই একখানা হাতে করে' ঘরে ঢুকেই, বিমলকে দেখে বল্‌লে—"এটাকে দয়েল পাখী বলে? ইস্!—এটা শালিক!—

মণ্টু সব জানে কি-না!"

বলেই, বইয়ের পাখীর ছবির পাতাটা খুলে' বিমলের হাঁটুর উপর রেখে নিজেও তার কোলের উপর ঝুঁকে পড়্‌ল।

বিমলের মনে হল, সে যেন আধ মিনিটের মধ্যে কোন্ এক স্বর্গে চলে গেছে! সে নিজে ছিল বেজায় চঞ্চল, কিন্তু এমন সরল এত চঞ্চল মেয়ে সে আর কখনও দেখে নি।

সে খুকুর পিঠ থেকে কাৎ হয়ে ঝুলে পড়া এক রাশ এলো চুলের নীচ দিয়ে বইখানাকে ধরে, তাকে ছবি দেখাতে লাগ্‌ল।

বিমল শুনেছিল যে, সুবিনয়ের বাবা মা চেঞ্জ থেকে দু'এক দিনেই ফির্‌বেন। বুঝতে পার্‌লে যে তাঁরা ফিরেছেন। আর সুবিনয় যে তার ছোট্ট বোন্‌টির কথা বল্‌ত, এ সেই।

ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে, খুকু হঠাৎ বিমলের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে বল্‌লে "তুমি আমার কে হও?"

বিমল হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে—“আমি তোমার বিমল দা!”

খুকু বল্‌লে—“বিমল দা, তোমার ঘোড়া আছে?

পা-দুটো এ—ই রকম করে’ চল্‌বে?

আমি চড়্‌ব।

মণ্টু আমায় চড়্‌তে দেয় না।”

বিমলের স্বপ্নটা যেন ভেঙে গেল। সাধারণ গৃহস্থ মা-বাপের ছেলে সে, ট্রাইসিকেলের ঘোড়া সে দেখেছে, কিন্তু ওর, কিছুই সে জানে না।

তবু সে হেসে বল্‌লে,—“আচ্ছা, মণ্টুকে আমি বলে দেবো।”

খুকু মুখ ভার করে বল্‌লে-“আমি মণ্টুকে নে’ খেল্‌ব না।”

বিমল বল্‌লে—“আচ্ছা খুকু, মন্টুর নাম ত মণ্টু, তোমার নাম কি?”

খুকু টল্‌টলে’ দুটো উজ্জ্বল চোক বিমলের দিকে ফিরিয়ে, তুলে’ বল্‌লে-“আমি রেণু!”

সেই সময় ভেতর থেকে ডাক এল—“খুকু! লক্ষ্মি! আ—মি নাইয়ে দেব, নাইবে এস!”

খুকু চেঁচিয়ে বল্‌লে—“না মা, আমি নাইব না—আমি ছবি দেখ্‌ব ——।”

ব’লে খুকু বিমলের কোলের উপর আরো ঝুঁকে পড়ে, পা দুটো দোলাতে লাগ্‌ল।

রাত্রে ট্রেণে আসা হয়েছে, সকাল সকাল ভালো করে’ নাইতে হবে;

কিন্তু অত সকালে আর ননূয়ার মার হাতে খুকুর নাইবার ইচ্ছে নেই, তাই ছবির বই নিয়ে, পালিয়েছিল!

বিমল খুকুর পিঠে চুলের উপরে আদরে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে, —"খুকু! সত্যি এখনো তুমি নাও নি? মার কথা শুন্‌তে হয়! যাও যা-ও নাও গে!"

"তুমি চলে যাবে না?"

বিমল হাস্‌তে লাগ্‌ল।

খুকু দাঁড়িয়েই, দেখ্‌ল বিমলদার পিঠের জামাটা ছেঁড়া।

রেণু আরো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে—"তুমি বুঝি মণ্টুকে ভালো বাস?

—দুষ্টু!"—

বলে' দুই চোক আরো খুব প্রকাণ্ড করে'—রাগ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সে আশ্চর্য্যে, আনন্দে, জিজ্ঞেস্ কর্‌লে —"কি করে জান্‌লে খুকু?"

"হুঁ, মণ্টু খালি জামা ছেঁড়ে। তুমিও ছিঁড়েচো, নৈলে, তুমি জামা ছিঁড়্‌লে কেন?"

বিমল এবার আর থাক্‌তে পার্‌লে না, 'হো হো' করে' হেসে উঠ্‌ল।

তার হাসিতে রেণু আরো রেগে গেল।

সে বড় বড় চোক একটু কুঁচিয়ে, দুই ঠোঁট চেপে বিমলের জামার ছেঁড়া জায়গায় আঙুল ঢুকিয়ে, পড়্ পড়্ করে' আরো খানিকটে ছিঁড়ে দিলে।

“রেণু!”

বিমল চেয়ে দেখ্‌লে, দুর্গামূর্ত্তির মত মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দরজা পেরিয়ে এসে; চোকে তাঁর ধমক মাখা, কিন্তু তবু তাঁর সমস্ত চেহারা দিয়ে যেন অমৃতের ঝর্‌ণা ঝরে’ পড়্‌ছে।

“মা, মা! ও আমার বিমল দা!”

বলে’ রেণু, মার দিকে একটু এগিয়ে এসেই, বলে, তক্ষুণি আবার বিমলের ডান হাতের তিনটে আঙুল ধরে’ দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল আগেই উঠে পড়েছিল। কার্পেটের উপর পা এগিয়ে, সে-ও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দোরের খোলা হাওয়াতে তার ছেঁড়া জামা তখন ইষ্টিমারের কোণ বাঁধা পর্দ্দার মত উড়্‌ছিল। সে তারি লজ্জা ঢাক্‌বে, কি সব কথা মনে করে হাস্‌বে, কি মাকে প্রণাম কর্‌বে, কিছুই ঠিক কর্‌তে পারছিল না।

মা এসেছিলেন খুকুর আব্দারে’ চী�কারটি শুনে’ তাকে ধরে নিতে। ভাব্‌ছিলেন সে বুঝি সুবিনয়ের পড়ার ঘরে তার কাছে ছবি দেখ্‌ছে। বৈঠকখানার ধারে আস্‌তেই খুকুর কাণ্ডটি দেখতে পেলেন।

সুবিনয় ত নয়, তারি মত একটি ছেলে। তা—র জামাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে!

একটু এগিয়ে, মা বল্‌লেন—“খোকা, তোমার নাম বিমল? কোথায় থাকো তুমি বাবা?”

মার কথাতে বিমল যেন কূল পেয়ে, আস্তে এগিয়ে এসে, মাকে প্রণাম করে,’ বল্‌তে যাচ্ছিল।

—এমন সময় মা দেখ্‌লেন, সুবিনয়।

সুবিনয় ঘরে ঢুক্‌তেই,…“কেমন! দ্যাখো দাদা! দিয়েছি ত ছিঁড়ে জামা? কেমন!”

বলে’ খুকু, ভারি খুসী হয়ে উঠল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুবিনয় আর বিমলের মধ্যে এখন, মা অনেক সময় ভুলে যান, কে তাঁর ছেলে।

আর মণ্টু আর তার দিদির মধ্যে ভাব যা হয়েছে এখন তা কখনো স্বপ্নেও হয় না।

বিমল মুগুর ভাঁজত। তার শরীরটে ছিল যেন লোহার কাঠামোতে তয়েরি। দুই ভাইবোন্‌কে কাঁধে নিয়ে বিমল যখন তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠ্‌ত, তখন তাদের সেই ঝগ্‌ড়ার ঘোড়াটার কথা একটুও মনে থাক্‌ত না!

আর মাঝে মাঝে বিমলের হাতের যেন এই ছোট্ট দুটি জীবন্ত মুগুরের আনন্দের চী�কারে সিঁড়িঘরের হাওয়ার স্তম্ভটা চুর্ণ হয়ে যেত!

ছাদে উঠে সুবিনয় বলত,—“তু-ই জিতেছিস্‌ বিমল! দাদা হওয়া আমার কাজ নয়। আমি ছিলেম ওদের শুধু ছবির বইয়ের দাদা। ওরা আমাকে এখন একেবারে ভুলেছে।

ছবি, খেলা, পড়া, খাওয়া, নাওয়া, গান; তুই কি করে এত জানিস্‌?… —তুই একটা Hexagon.”

বিমল বল্‌ত,—“দাঁড়া! এখনো বাকী আছে।—

রেণু, মণ্টু, দাঁড়াও ত, এখন তোমাদের প্যারেড্‌ হবে।

তা’ পরে পূজোর আরতির পর মা চা পাঠিয়ে দেবেন,—বল্‌ এখন, Octagon বল্‌বি কি না?”

মণ্টু চেঁচিয়ে বল্‌লে—“গন্‌!—গন্‌—মানে বন্দুক!”

রেণু তাকে থামিয়ে বল্‌লে,—“ভারি জানিস্‌ কি না?—

Go মানে যাওয়া,

Gone মানে—গিয়েছিল!

—না বিমল দা?”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গরমের ছুটিতে বিমল বাড়ী গিয়েছে। কথা ছিল সুবিনয়ও যাবে।

কিন্তু বিমলদের বাড়ী যেখানে সেখানকার স্বাস্থ্য এ ক'মাস ধরে' তেমন ভালো থাক্‌ত না। সুবিনয়ও ওরকম পাড়াগাঁয়ে আর কখনো যায় নি।

বিমল বললে,—"বেশ্‌ হবে! মা ত গঙ্গাস্নানের যোগেই আস্‌ছেন,—ক'দিন ত এ সহরেই থাক্‌বেন, তখন সবারি সঙ্গে দেখা হবে। তুই শীতের সময় যাবি সুবিনয়!"

সুবিনয়ও দেখ্‌লে যে, বেশ হবে!

দু'জনের কথার যেন শেষ হল না!

কি করে' যে বিমলকে যেতে হল একেবারে একা একা মন নিয়ে, চোকের জল পড়তে না দিয়ে উননের কড়াইয়ের জলের মতন—জ্বাল দিয়ে বাস্পের ধোঁয়া করে' করে', তা সে-ই জানে।

সহরে ট্রেণের টাইম সে পেলে না। মণ্টু আর রেণু ঘুমোলে, রাত্তিরে লুকিয়ে মাকে প্রণাম করে, আর, সুবিনয়ের হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে, দু' মাইল দূরে একটা জংসন ষ্টেসান থেকে তাকে ট্রেণে উঠ্‌তে হল।

ট্রেণে বসে বসে, বিমল চল্‌ছিল যেখান দিয়ে সে দেশে বোধ হয় রাত্রি আর দিন নেই। কেন না, ঘুম ত আস্‌ছিলই না, তার মনটা পেছন দিকে দেখছিল কেবল সুবিনয়কে, মাকে, আর মণ্টুকে আর রেণুকে!

আর সাম্‌নে দেখছিল ছোট্ট নদী ঘেরা সবুজ গ্রামখানির ভিতরে, উঠোনের ঝল্‌ক দেওয়া রৌদ্রের সমুদ্রের শ্বেত পদ্মফুলের মত তার মাকে।

জান্‌লা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, আকাশের তারাগুলো যেন সেই দুইরাজ্যের সারা পথ ভরে' ফুল ছড়িয়ে রেখে তারি সঙ্গে বসে জাগ্‌ছে। আর লম্বা ট্রেণ-খানারও যেন এক মাথা সে—ই সহরে, আর এক মাথা তাদের গ্রামে। কেবল ভোর হচ্ছে না। দেখে মোষের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে' মাঠ মাটি সব রাগে গুঁতিয়ে শুধু গর্জ্জাচ্ছে।

ফর্সা হতেই সে তাদের ষ্টেসানে পৌঁছ্‌ল। বাড়ী থেকে যেতে যেমন, গাড়ী থেকে নাম্‌তে যেন, তেম্‌নি কষ্ট হচ্ছিল। তবু সে নেমে পড়্‌ল লাফিয়েই। রবারের বলগুলোর যেমন উপরের দিকে টান বেশি কি মাটির দিকে টান বেশি ঠিক নেই, ঠিক্ তেম্‌নি।

নেমেই সে টিকেটকালেক্টরের হাতে টিকেট্‌টা ফেলে দিয়ে হন্ হন্ করে' ছুট্‌ল আম কাঁটাল বট কদম পাকুড়ের ছায়াঢাকা পথ ধরে,' যেন দু'সারি সৈন্যের ভিতর দিয়ে সেনাপতি রাজবাড়ীতে চলেছে। খোলা মাঠ বয়ে' যেন তার বাড়ীর হাওয়া এসে গায়ে লাগ্‌ছে।

বেলা সাতটায় বিমল বাড়ী পৌঁছ্‌ল। দেখ্‌ল উঠোনেই মা। মাকে দেখেই, সে প্রথমে, হেসে দিলে।

"মা! তুই দুঃখু কত্তিস্ আমি তোর একা, ভাই বোন্ একটাও আমার নেই।

কিন্তু মা, এইবারে দেখ্‌তে পাবি!

ইচ্ছে কচ্ছিল আমার, তোকে এখনি দেখাতে,—ছোট্ট দুটিকে পুরে' নিয়ে আসি আমার দুটো পকেটে করে'!"

মাও হাসিমুখ হয়ে চেয়ে রয়েছেন শুধু, কিছু না বুঝ্‌তে পেরে।

তাঁর হাসিটুকু নিয়ে রোদ যেন কাড়াকাড়ি করছিল।

বিমল বল্‌লে,—“কিন্তু মা আনিনি কেন জানিস্‌?

তোর হাতের জামা ওরা ছিঁড়ে দিয়েছে।

তার শাস্তি দিতে হবে।

তোকে ওরা দেখ্‌তে পাবে, সেই যখন তুই গঙ্গাস্নানে যাবি; তার আগে নয়!

কিন্তু মা তোকে নমস্কার কর্‌তে ভুলে গেছি!”

তখন, দুজনে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। মা ত তখনো খুব অবাক্‌ হয়েই।

বিমল বল্‌লে, “বল্‌ব, বল্‌ব মা, শুনিস্‌, বল্‌ব!”

খেতে বসে বিমল মার কাছে সব বল্‌লে।

শুনে মার কাছে যেন একখানি ছবি ফুটে উঠ্‌ল। মা মনে মনে সে তিনটিকে কতই যে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন! বিমলের নূতন মার কথা শুনে তাঁর মুখখানা রাঙা হয়ে কী সুন্দর হয়েই উঠ্‌ল।

বিমল বল্‌লে,—“কিন্তু মা, তোর কাছে বসে’ আর সব কথাই ভুলে যাই।

সব ভাতগুলো শুধু ডাল দিয়েই খেয়ে ফেলেছি মা!”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর আর বারে ছুটি ত কোথা দিয়ে পালিয়ে যায়, এবারে যেন ফুরুচ্ছেই না। আর মার গঙ্গাস্নানের যোগটাও আস্‌ছে না।

যা হ’ক গ্রামে বারোয়ারি কালীপূজো নিয়ে বিমল মেতে রয়েছে কদিন খুব। শৈলেন্, নরেন্, চারু, ক্ষিতীশ পাড়ার সব ছেলেদের সঙ্গে সারাদিন উৎসাহে বেজায় সে খেটেছে।

মোড়ল সে-ই।

তা’পর সন্ধ্যেয় আরতি দেখ্‌তে গিয়েছে সকলে।

অনেক ছেলেমেয়েরা এসেছে। আরতির ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ওধারের ছেলেদের মুখ আব্‌ছা আব্‌ছা দেখাচ্ছে। কিন্তু যারা রংমশাল জ্বালিয়েছে তাদের আর তাদের কাছের ছেলে মেয়েদের মুখ এমন সুন্দরটি হয়ে উঠেছে, যে, দেখে বিমলের শুধু মনে হচ্ছিল যে ওরা সব ক’টি রেণু আর মণ্টু।

আর বিমলদের সারিতেই যারা এসে দাঁড়িয়েছে একটু ফিট্‌ফাট্ পোষাকে, আলো আর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে বিমলের তাদের মনে হচ্ছিল যে, যেন সুবিনয়ই এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের পাশে পূজোর মণ্ডপে!

কাঁসর আর শাঁখের সুরের সঙ্গে তার মনের সুরও যেন ফেটে যাচ্ছিল, আনন্দে চেঁচিয়ে মনের ভিতরে!

কিন্তু সে চুপ করে’ করে’ চেয়ে থাক্‌ছিল রঙে-ঘামানো সুন্দর প্রতিমার দিকে।

একদিন শৈলেনরা এরপরে মাছ ধর্‌তে গিয়েছে। তার সেই প্রকাণ্ড ছিপ্‌টা সঙ্গে; বিমলও। কতক্ষণ পরে পকেট থেকে একখানা খাম—আর

তার ভিতর থেকে কাগজ, দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতই, একটার পর একটা,—বের করে’ বিমল বল্‌লে, “এই দ্যাখ্‌ চিঠি।”—

তারা দেখ্‌লে,—কি সুন্দর সুবিনয়ের হাতের লেখাটি!

আর বিমল বল্‌লে,—“আর যে দেখ্‌ছিস্‌ হাঁসের ডিমের মত গোল গোল অক্ষরগুলো, এইগুলো রেণুর। আর এই যে বকের পা আকার মত জোরালো জোরালো অক্ষর, এই গুলো মণ্টুর।”

তারপর ছুটি ফুরোলো।

ছুটি ফুরোলে, ফের্‌বার সময় মা দুটো জামা তয়ের করে দিয়েছেন বিমলকে।

তবু সেই আগেকার জামাটা সে কিছুতেই ফেল্‌বে না।

বল্‌লে, “দ্যাখ্‌ মা, ওখানটায় পেছনের দিকে আর একটা পকেট রাখ্‌লে কেমন হয়?

সেই পকেটে, ওরা সব খেলার জিনিষ ফেলে দেবে, আর,—কী খুসীই হবে!

আমি তখন ওদের তোমার কথা বল্‌ব মা!”

শুনে’ মা ত হেসেই সারা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিমল ফিরেছে।

কিন্তু ইস্কুল খোলার মাসখানেকের পর, ক্লাসে ভারি একটা ওলোট পালোট দেখা যাচ্ছে।

First বেঞ্চের শেষ সিটে—সুবিনয়।

আর ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টিতে ভিজে এসে, বিমল, লাষ্ট্ বেঞ্চির শেষে বসে আছে।

কতক্ষণ পরে সে ছুটি নিয়ে চলে গেল।

ইস্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের মিটিংএর শেষে, বক্তৃতার ইংরেজীর একটা গ্রামারের কোশ্চেন নিয়ে, ঘোর তর্কাতর্কি হয়। তাতে ইস্কুলে দুটো দল হয়ে যায়। কিন্তু সে তর্কের মীমাংসা হল না।

সুবিনয় আর বিমল, সেই দিন দু’জনে দুই দলে পড়ে’ যায়।

তার থেকে, একদিন বেড়াতে বেড়াতে কথায় কথায় ঐ বিষয়টি নিয়েই দু’জনে আরও একটুকু তর্ক বেধে গেল।

তারা নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল। নদীর যেমন অসংখ্য ঢেউ আর ঢেউগুলো যেমন উঁচু নীচু, তাদের তর্কও তেমনি ক্রমে অফুরন্ত হয়ে একটু একটু ক’রে নরম-গরম হয়ে উঠ্‌ল।

বিমল বল্‌লে,—“মেনে নিতে পারি তোর কথাটাই, যদি একটা উপযুক্ত প্রমাণ পাই।”

সুবিনয়ও বল্‌লে,—“মান্‌তে পারি তোর কথাই, যদি তার কোনো খাঁটি প্রমাণ থাকে।”

প্রমাণ ত মিটিংএই অনেক উঠেছিল, কিন্তু মীমাংসাতে তার কোনোটাই টেঁকে নি। এখন প্রমাণ দুজনেই যা দিলে, তাতে তর্ক আরও ক্রমে বেড়েই চল্‌ল।

আর হতে হতে এই তর্কের ফল এমন হল যে, শেষে দুজনের কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল।

নদীর ধার দিয়ে দুজনে এক সঙ্গেই এল। একই ঝির্‌ঝিরে বাতাসে। কিন্তু তা’পর দুজনে দুদিকে চলে গেল।

বিমল থাক্‌ত তার পিসীমার বাড়ীতে, সহরের আর একটা পাড়াতে।

বিমল যদি কোনোদিন সুবিনয়দের বাড়ীতে না যেত, ত পরদিন ভোরেই সুবিনয় তার ওখানে আস্‌ত।

এমন একটি দিনও যায় নি, দুজনে যেদিন দেখা না হয়েছে।

কিন্তু আজ দুমাস হল, কেউ কারো বাড়ীতে যায় না।

মা জিজ্ঞেস্ কর্‌তে এলে সুবিনয় পড়ার বই নিয়ে খুব শক্ত হয়ে পড়্‌তে বসে।

মা বলেন,—“তোদের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষে বুঝি খুব কাছে খোকা?”

“হ্যাঁ মা, বেশি দেরী নেই।” বলে’ তাড়াতাড়ি সুবিনয় জোরে জোরে পড়্‌তে আরম্ভ করে।

আর যখন মণ্টু আর রেণু আসে, তখন আলমারি থেকে সবগুলো

ছবির বই তাদের বের করে দিয়ে, আর তাদের ঘোড়া, পুতুল, বাক্স, সমস্ত ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে, বলে,—“আয় তোরা এইখেনে খ্যাল্।”

রেণু বলে—“বিমলদা আসুক আগে!”

মণ্টু—লাঠিটে হাতে, আর জুতো পর্‌তে পর্‌তে বলে,

—“আসুক আগে”

শেষে, বিমলদা না আসাতে তাদের যা খেলা হয়, তাতে ঘরখানির অবস্থা দেখে কান্না পায়।

নয় ত, তাদের দু জনকে দু’ পাশের সোফার উপরে ঘুমিয়ে থাক্‌তে দেখে, খেলার জিনিষগুলোরো কান্না পায়।

বাইরে রাত আরো অন্ধকার হয়ে যায়।

সুবিনয় ওদেরে বুকে করে তুলে নিয়ে মার কাছে দিয়ে আসে। আর নয় মানুয়াকে বলে— “ওদের খাটে ওদের শুইয়ে দিয়ে হাওয়া করে’ ঘুম পাড়া মানুয়া!”

সুবিনয় আজ কাল রাতের এগারোটারও পর পর্য্যন্ত পড়্‌তে থাকে।

এদিকে বিমল, গঙ্গাস্নানে মা আস্‌বে কি না, এই বিষয় নিয়ে কত রকমের আলোচনা করে’ ক’খানা চিঠি লিখে রেখেছে, কিন্তু তার একখানাও তার ডাকে দেওয়া হয় নি।

বিমল পড়ে, ইস্কুলে যায়, কিন্তু বিকেল পাঁচটার পর থেকেই তার মনে হয়, পৃথিবীটে যেন মুছে ফেল্‌তে রাত্রি এখনি এসেছে।

মুগুর ভাঁজা সে ছেড়ে দিয়েছে। সে খেল্‌তে যায়, কিন্তু একটা কলের খেলোয়াড় বানিয়েও যদি fieldএ নামিয়ে দেওয়া যেত, বোধ হয় অমন করে, সেটাও অতবার ভুল করত না।

বাসায় আসার পথে, পাল্কী-বেয়ারাদের কুঁড়েগুলোর সাম্‌নে আগুনের ধূনীর চারদিক ঘিরে ধুলো উড়িয়ে যে ছেলেগুলো নাচ্‌ছে, সে হয়ত হঠাৎ তার দু একটাকে ধরে’ কাঁধে উঠিয়ে নেয়।—বেয়ারারা হুঁকো কল্‌কে তাড়াতাড়ি নামিয়ে মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলে—

“বাবুজী, পেরণাম; বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে!”

কিন্তু বিমলের ভুল ভাঙ্‌তেই বিমল আস্তে তাদের নামিয়ে দিয়ে, প্রণামের উত্তর রেখে, তাড়াতাড়ি চুপ্‌ করে’ চলে যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘড়ির কাঁটা তবুও সব বাড়ীতেই প্রায় ঠিক ঠিক মতই চলছে। কিন্তু সুবিনয় মাঝে মাঝে তার টাইমপীস্‌টাতে চাবি দিতে তবুও ভুল করে ফেলে।

বিমলের ত ঘড়ি নেই। তার কোনই বালাই নেই।

কেবল, হয়ত, বেলাই অনেক তার বেড়ে যায়।

একদিন ক্রিকেট ম্যাচে, বিমলের একটা hit হঠাৎ সুন্দর হয়ে যাওয়াতে, সুবিনয় “Gr-a-nd” বলতে গিয়েও,—নিজের মুখ রুমাল দিয়ে চেপে ধরে’—চলে এল।

আর বিমল একদিন নদীর ঘাটে স্নান কর্‌তে গিয়ে, এক ঘণ্টা ধরে’ ভিজে কাপড়ে কোর্টের কাছে একটা বটগাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল,—সুবিনয়ের বাবার গাড়ীখানা আসে কিনা দেখ্‌তে। সেই গাড়ীতে অনেক সময় মণ্টুরা বাবার সঙ্গে কোর্টে এসে আবার চাপরাসীর সঙ্গে ফিরে যায়।

কিন্তু সেদিন গাড়ী মোটেই এল না।

এর পরে মায়ের অসুখের চিঠি পেয়ে, বিমল বাড়ী চলে গিয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যে রাঙা হয়ে উঠেছে।

দূর থেকেই বাড়ীর গেট, দাঁড়িয়ে আছে।

ফুটবলের ফিল্ডে গোলপোষ্টটার কাছে কোন কোনদিন দেখা যেত, সুবিনয় সেখানে পায়চারি কর্‌ছে, যখন খেলা শেষ হয়ে গেছে।

সেই পায়চারির পা দুটোই তাকে ধীরে ধীরে বাঁধের উপরে বড় রাস্তাতে নিয়ে যেত, গির্জ্জার বকুলতলায়, বাঁধ যেখানে শেষ হয়েছে। বাঁধানো চত্বরে সে উঠত। কিন্তু সদ্য ঝরে’ পড়া বকুলের সৌরভ দিয়ে সেখানে কি কথা যে লেখা ছিল, তা সে পড়ে’ উঠ্‌তে পারত না।

মৌমাছিরা গুন্ গুন্ করে’ বোধ হয় একজনের আনন্দের চঞ্চলতার কথা মনে করিয়ে দিত।

কিন্তু থাক্।

মার কাছে সে গিয়ে যখন খেতে বস্‌ত, আলোতে বই খুলে’ পড়া সুরু কর্‌তেই যখন বিমলের হাতের নোট্‌স্‌গুলো চোকে পড়্‌ত, তখন আলোর সাম্‌নেও তার সেদিনের তারিখটি যেন অনেক দূরে কোথায় অনেক পিছিয়ে যেত।

হয়ত শুধু মণ্টু আর রেণুর গলা জড়িয়ে ধরা—ডাকটি এসে আবার সেদিনের তারিখে তাকে অজ্ঞাতে আন্‌ত ফিরিয়ে!

সে তাদের বুকে টেনে নিয়ে এসে মিথ্যেই খেলা দিতে বস্‌ত। কেন না, সে খেলাটাই হয় ত সে সবটা জানে না! তবু সে ভুল করেও খেল্‌ত।

না হয় এমন একটা গল্প যুড়ে দিত যে, যার আর কখনও শেষ না হয়।

আর তাও না হলে, নিজের একটা কঠিন মুখস্থের পড়া নিয়ে বসে যেত।

নবম পরিচ্ছেদ

হাফ ইয়ার্লির কয়েকদিন আগে, সুবিনয় দেখ্‌লে, বিমল এসেছে।

তার কাণে এ কথাটি এল। ক্রমে জান্‌তে পারলে সে, মার চিকিৎসা করাবার জন্যে, মাকে সঙ্গেই নিয়ে এসেছিল বিমল।

একটি নিঃশ্বাস, আধখানা হতে হতে, আস্তে ভেঙে গেল।

খুব তাড়াতাড়ি করে' ছেলেদের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে, পূজোর আগেই হাফ ইয়ার্লি শেষ হল।

ছুটির ক'দিনই বা আর? সে কটা দিন যেন ঠিক ছেঁড়াকাগজের নিশানের মত খসে' খসে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। রং ফ্যাকাসে হয়ে।

মা পূজোতে এইখানেই থাক্‌বেন।

হাফ্ ইয়ার্লির result বেরোবার দিন, সুবিনয়, বিমল, গিয়েছে ইস্কুলে। দু'জনেই জান্‌লে, দু'জনেই ইংরেজিতে এক ব্রাকেটে ফার্ষ্ট হয়েছে।

দু'জনেরি চোক একবার একত্র হয়ে, নীচু হয়ে গেল।

তারপর দুজনারি মুখ, কা—লো,—গম্ভীর হয়ে গেল।

পথে ফির্‌বার সময়, সুবিনয় একসময়ে লক্ষ্য করে দেখলে যে, বিমলের মুখখানা যেন কতদিনের শুক্‌নো।

বিমলও এক ফাঁকে লক্ষ্য করে দেখ্‌লে যে, সুবিনয়ের মুখখানা যেন বিষম কালি ঢালা।

দু'দিকের গাছের নীচের ছায়ার রাজ্যও, ঘন হয়ে আস্‌ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

কখন্ পূজোর ছুটি হয়ে গেছে।

তার পরের দিনগুলো ‘ছুটি’ গায়ে মেখে বেড়ালেও, তাদের, ছুটি যেন একটুও নেই। নানা রকমের ভিড়। নানা কাজের ভিড়।

পূজোর ধূমে সহর মাতিয়ে দিয়ে, অবশেষে পূজোর বাদ্য থেমে গেছে।

আজ বিজয়া।

সহরের সদর পথে অনেক দূর ধরে’ নিরঞ্জনার প্রতিমার সঙ্গে বাজনার করুণ এলোমেলো সুর আর সহরের পাকা পথে আর চারধারের গ্রামের কাঁচা পথে হয় ত ঠিক তেমনি এলোমেলো যত লোক জনের সারি। বিকেল থেকেই, থেমে থেমে, নদীর দিকে ছুটেছে। বাজনার ঢোল যেন ঠিক সেই রূপকথার ঢোলের মতই বাজছে, তার একদিকে ঘা দিলে হাট বসে আর এক দিকে ঘা দিলে হাট ভেঙে যায়। বাজনার একদিকে সারাটি সহর যুড়ে’ উ সবের সুর, আর তার আর একদিকের সুর বিসর্জ্জনের মলিন বিষাদে আঁকা!

দূরে নদীর বুকের উপরের আতস বাজির গলে’ পড়া আলো একটু একটু দেখা গেল। কত হাজার হাজার চোক কত দিক থেকে যে ওকেই দেখ্ছে।

রাত্রি আটটার পর থেকেই কোলাকুলি সুরু হয়ে গেছে।

মাকে, পিসীমাকে প্রণাম করে,’ বড় রাস্তায় এসে উঠে, বিমল একবার মনে করলে,

“যাই”।

আবার থানার রাস্তা পর্য্যন্ত এসে, আবার ফিরে গেল।

গিয়ে মার কাছে বসে’ রইল।

মার মনে বিমলের নূতন ভাই বোন্‌দের যে মধুর ছবিখানি লেখা হয়েছিল, রোগের দারুণ যন্ত্রণাতেও তা মোছেনি একটুকুও। সহরে এসেই মা বলেছিলেন,

“তাদের নিয়ে আস্‌বি, বিমল!”

বিমল বললে,—“আন্‌ব ত মা, আন্‌ব; একটু আগে, তুই, ভাল হয়ে নে না মা!”

কিন্তু বলেই, বিমল, আর মার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে পার্‌ত না, চোখ দুটাকে নিয়ে, অন্য একদিকে চেয়ে থাক্‌ত।

বোধ হত, সেখানেই কি দেখ্‌ছে খুব!

প্রায় ক’দিন পর পরই মা বল্‌তেন,—“আমি ত অনেক ভালো হচ্ছি বিমল, ওদের কবে আন্‌ছিস্‌?”

বিমল থতমত খেত। আর বল্‌ত—“দাঁড়া মা, আগে তোর নতুন অষুদটা খাওয়ার দিন ক’টা যাক্‌।”

বলে’ বিমল দোরের ফাঁক দিয়ে দূরে যে তাল গাছটা দেখা যাচ্ছিল সেইটের দিকেই থাক্‌ত চেয়ে। কিন্তু হয় ত সে, তালগাছ-টাই দেখ্‌ছে না।

দেখ্‌ছে না সে কিছুই হয় ত, অনেকক্ষণ।

এদিকে অষুদ খাওয়ার সেই দিন ক’টা যেতে যেতে পূজো শেষ হয়ে গেল। বিজয়া শেষ হতে যাচ্ছে। আগের চাইতে মা অনেক ভাল হয়েছেন।

অষুদও বদ্‌লে গেছে আজ দু’দিন

একাদশ পরিচ্ছেদ

আস্‌ছে যাচ্ছে লোকের পর লোক সুবিনয়দের বাসায়। মা ধানদূর্ব্বার আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন।

মা বল্‌লেন-"বিমল আজো, এখনো এল না রে?

বোধ হয় আরো রাত্তিরে আস্‌বে?"

মণ্টুরা যখন সুবিনয়কে প্রণাম করেই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, সুবিনয় তখন শুধু তাদের হাতের ছোঁয়াটাই পেল, তাদের মুখ সে কি দেখতে পেল?

না! না!

মাকে, বাবাকে, সে প্রণাম করেছে।

গাছপালার ফুলে হাসা প্রণাম নিয়ে, শরতের জ্যোৎস্না মাখা মেঘেরা চলে গেল। সে তা-ও দেখ্‌তে পেল না।

ফার্ণের টব্‌টার কাছে সে শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

তিনটে চাদর, ঝুল্‌ছিল আল্‌নাতে। একটা চাদর গলায় জড়িয়ে নিয়ে সে বারান্দায় ঘুর্‌তে লাগল।

কতক্ষণ পরে সে চাদরটা গলা থেকে খুলে' একটা চেয়ারের ব্যাকে রেখে, তাতেই বসে পড়্‌ল।

বসে' বসে' কতকটা ঘুমের মত আস্‌ছিল, কেউ দেখে বোধ হয় এই রকম মনে কর্‌ত।

হঠাৎ সে উঠে, খালি সাটটা গায়ে, মাঠের উপর দিয়ে চল্‌ল।

রাস্তার আলোর তল দিয়ে লোকজনেরা চল্‌ছে, শব্দ করে গাড়ী চল্‌ছে কাঁকর-পথের মাঝখান দিয়ে, ঘাসগুলোর উপর দিয়ে চোক বুলিয়ে, সে, গাছের আড়াল ধরে আস্তে চল্‌ল। ষ্টেসানের পুকুরের ওপারের পথ বেয়ে থানা পেরিয়ে গিয়ে, সে বিমলদের বাসায় উঠেছে। ভিতরে ঢুকে, সিঁড়িতে উঠেই সে থেমে গেল।

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, কাম্‌ড়াতে লাগ্‌ল হাতের বুড়ো আঙুলের নখ্‌টা।

কোথাও সাড়া শব্দ নেই।

ভাব্‌ছিল ফিরে যাবে।

বিমলদের ঘরে, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বিমল মাথায় একটা পাগ্‌ড়ি জড়ালে।

তারপর সেটাকে খুলে রেখে কতক্ষণ মায়ের পায়ের কাছে বসে রইল।

তারপর আবার উঠে বেরিয়ে এল।

আস্‌তেই, দোর খুলেই,—সাম্‌নে—সুবিনয়!

শব্দ শুনে' সুবিনয় ফিরেই,—দেখ্‌লে—বিমল!

একেবারে বিস্ময়ে, দুজনে কতক্ষণ দুজনের দিকে চেয়ে থাক্‌লে।

তারপর হেসে দিলে বিমল, সুবিনয়, দুজনেই

আর ক' সেকেণ্ডের মধ্যে দুজন দুজনের বুকে—বিজয়ার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়্‌ল।

হঠা৻ সুবিনয়ের হাত বিমলের পিঠের একটা পকেটে গেল বেধে!

চম্‌কে সুবিনয় বল্‌লে,—

“কি রে?”

বিমল বল্‌লে—

“সেই জামাটা, মাকে দিয়ে নিয়েছি সারিয়ে, পিছনে একটা পকেট করে’।

আজ ইস্তিরি করে পরেছি

তোদের ওখানে যাব বলে!”

“কি রে?”

এই ডিজিটাল সংস্করণ সম্পর্কে

এই ই-বই অনলাইন গ্রন্থাগার উইকিসংকলন[১] হতে প্রাপ্ত। স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা নির্মিত এই বহুভাষী ডিজিটাল গ্রন্থাগার উপন্যাস, কবিতা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমস্ত ধরণের প্রকাশনার মুক্ত সংকলন গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা কপিরাইটমুক্ত অথবা মুক্ত লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত বইগুলিকে বিনামূল্যে প্রদান করে থাকি। আপনি আমাদের ই-বইগুলিকে ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক ৩.০ আনপোর্টেড লাইসেন্স[২] বা জিএনইউ ফ্রি ডকুমেন্টশন লাইসেন্সের[৩] শর্তাধীনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সহ যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

উইকিসংকলন সর্বদা নতুন সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। এই ই-বইয়ে কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে আপনি এই পাতায় জানাতে পারেন[৪]।

নিম্নে তালিকাভুক্ত ব্যবহারকারীরা এই ই-বইয়ে অবদান রেখেছেন:

- Bodhisattwa
- Mahir256

---

1. ↑ https://bn.wikisource.org
2. ↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn
3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
4. ↑ https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা